আজকের কাগজ

তারিখ ... 3-0 SEP 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ .....

আজকের কাগজ যশোর ব্যুরো আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু ও শিক্ষা' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

# বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে হত্যা করা হয়েছে এদেশের শিক্ষানীতি

## -নাসিম

যশোর ব্যুরো ঃ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে হত্যা করা হয়েছে এদেশের শিক্ষানীতি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরবর্তী সরকারগুলো বাঙালি জাতিকে মিসকিনের জাতিতে পরিণত করেছে। দেশে আজ শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মিলে ৩ কোটিরও বেশি বেকার। শিক্ষার হার শতকরা ২০ ভাগেরও নিচে। গতকাল বিকেলে যশোর টাউন হল মাঠে আজকের কাগজ যশোর ব্যুরো আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু ও শিক্ষা" শীর্ষক এক বিশাল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বিশেষ অতিথির ভাষণে বলেন, বঙ্গবন্ধু গৃহীত শিক্ষানীতি পারে বাংলার অশান্ত ছাত্র সমাজকে সুপথে পরিচালিত করতে। বঙ্গবন্ধু সরকারের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট যদি বাস্তবায়িত হতো তাহলে বাঙালি জাতি ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হতো না। আলোচনা সভার সভাপতি আজকের কাগজ সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অঙ্গীকার ছিলো সকলের জন্যে অভিন্ন আধুনিক বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। এজন্যে বঙ্গবন্ধু সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করেছিলেন সকল বালক-বালিকার জন্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা। বঙ্গবন্ধু ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠনের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন সর্বাধুনিক, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক ও সমতাভিত্তিক একটি শিক্ষানীতি। যা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

সারাদিনের বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত মাঠ ও বিরূপ প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেও হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে ঐতিহাসিক টাউন হল মাঠে।

কাজী শাহেদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রাণবন্ত ও দীর্ঘ সময়ের এ আলোচনা সভায় যশোরের স্থানীয় নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক সাংসদ খান টিপু সুলতান, বঙ্গবন্ধু আদর্শ বিকাশ কেন্দ্রের সভাপতি খুরশীদ আনোয়ার বাবলু, জেলা যুবলীগ নেতা রবি সিদ্দিকী, জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি জিল্লুর রহমান মিন্টু ও যুগ্ম সম্পাদক আসাদুজ্জামান মিঠু। অনুষ্ঠানের শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠি যশোর জেলা শাখার শিল্পিরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগ নেতা হায়দার আলী খান পলাশ।

আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী ২০ বছরের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে মোহাম্মদ নাসিম আরো বলেন, এই ২০ বছরে সবগুলো সরকারই বাঙালি জাতিকে নিয়ে ক্ষমতা দখলের খেলা খেলেছে। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার ৪ জাতীয় নেতাকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে করা হয়েছে রিক্ত ও নিঃস্ব। আবেগ জড়িত কন্ঠে তিনি বলেন, ২০ বছরতো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিলো না। ক্ষমতায় ছিলো জিয়া-এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার সরকার। তারা দেশের মানুষের জন্যে কি করেছে? এদেশের কৃষকের উন্নতি হয়নি, শ্রমিকের উন্নতি হয়নি, ছাত্রের উন্নতি হয়নি, শিক্ষকের উন্নতি হয়নি। বাংলার মাটিতে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তা বিশ্বের অনেক দেশের নেই। তার পরেও আমরা সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড এমনকি ভিয়েতনামের চেয়েও অনেক অনেক গুণ পিছিয়ে আছি। আওয়ামী লীগকে ঠেকানোর নামে গত ২০ বছরে বাংলার অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। বর্তমান বিএনপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, খালেদা জিয়ার শাসন আমলে দেশের শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংসদে সরকারি দলের সঙ্গে অভিন্ন পদক্ষেপের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাতে সাড়া দেননি। এই সরকারের আমলে শিক্ষকরা তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্যে রাজপথে দিনের পর দিন অনশন করেছেন। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। বিএনপি সরকার দেশের লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারিকে চাকুরিচ্যুত করেছেন উল্লেখ করে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, যখনই সংসদে জনগণের এসব সমস্যা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। সরকারি দল সব সময়ই তা অগ্রাহ্য করেছে। বিএনপিকে ভারতের দালাল হিসেবে অভিহিত করে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, আমরা সংসদে ফারাক্কা প্রসঙ্গে আলোচনার সময় যখন ভারতকে নিন্দা করার প্রস্তাব আনি তাতে প্রধানমন্ত্রী আপত্তি জানান। ১৫৬৪ ঘন্টার এই সংসদে প্রধানমন্ত্রী কোনো গঠনমূলক ও নীতি নির্ধারণী আলোচনায় অংশ নেননি। আলোচনা সভায় মোহাম্মদ নাসিম যশোরবাসী ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মিদেরকে আজকের কাগজের সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদকে সহযোগিতার আহবান জানিয়ে বলেন, আজকের কাগজ বাঙলা, বাঙালি, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে যে সাহসিকতায় কলম ধরেছে তার প্রশংসা করার ভাষা আমার জানা নেই।

দীর্ঘ আলোচনায় শ্রোতা দর্শকদের মাতিয়ে রেখে সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন, দীর্ঘ ২০ বছরে বাংলার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে যে যাদু খেলা শুরু হয়েছে তার অবসান ঘটাতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মোশতাক, জিয়া, এরশাদ অবৈধভাবে ও একই পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল করে বাঙালি জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা সবাই সংবিধান নিয়ে ক্ষমতার খেলা খেলেছে। তিনি বলেন, বাংলার মাটিতে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আর কোনো নির্বাচন হবে না। আওয়ামী লীগ হতে দেবে না। তার কারণ বর্তমান সরকার আমলে বিভিন্ন উপ নির্বাচন ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে, বিএনপি সরকারের আমলে ভোটারদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। "বঙ্গবন্ধু ও শিক্ষা শীর্ষক" আলোচনার প্রাঞ্জল সমাপ্তি টেনে কাজী শাহেদ আহমেদ বলেন, শিক্ষা ছাড়া জাতি হয় না। একটা লোক মহান হয় না যদি সে শিক্ষার কথা না বলে। তিনি বলেন, মহান নেতা হতে হলে মহান শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। মহৎ মনের মানুষ হতে হবে। আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ছিলেন তেমনই মহৎ মনের মানুষ। তাই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলো একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। কাজী শাহেদ আহমেদ আওয়ামী লীগ নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর গৃহীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। এই দাবি বাস্তবায়নের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতেই আওয়ামী লীগের ২ জন শীর্ষ নেতাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ইনশাল্লাহ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে বঙ্গবন্ধুর কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন করবো।